সদ্য এমপিওভুক্ত হওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য যাচাই-বাছাই করতে একটি কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ৭ সদস্যের এ কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ মো. গোলাম ফারুককে। কমিটিকে ২০ কর্মদিবসের মধ্যে এমপিওভুক্তির তালিকার সঠিকতা যাচাই করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন পাঠাতে বলা হয়েছে।

এই কমিটি প্রকাশিত এমপিও তালিকায় স্থান পাওয়া এক হাজার ৬৫০টি স্কুল ও কলেজের তথ্য যাচাই করবে। কমিটির সদস্য সচিব করা হয়েছে মাউশি উপপরিচালক (মাধ্যমিক) এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধিকেও রাখা হয়েছে কমিটিতে। গত ২৩ অক্টোবর দুই হাজার ৭৩০টি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির তালিকা প্রকাশ করা হয়। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। কারণ এই তালিকায় স্থান পায় প্রায় অস্তিত্বহীন ও যুদ্ধাপরাধীর নামে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান, জাতীয়করণ হওয়া প্রতিষ্ঠান, আংশিক এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান, এবং ভাড়াবাড়িতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ও ট্রাস্ট পরিচালিত প্রতিষ্ঠান।

এছাড়াও বিএনপি বেশ কয়েকজন নেতার নামে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা এবং দলটির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ‘শহীদ’ স্বীকৃতি দিয়ে তার নামে প্রতিষ্ঠিত ন্যূনতম চারটি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়। অথচ আওয়ামী লীগ নেতাদের নামে প্রতিষ্ঠিত অনেক প্রতিষ্ঠান তালিকা থেকে বাদ পরেছে। এই অবস্থায় এমপিওভুক্তির তালিকা প্রণয়নের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত সচিব জাবেদ আহমেদকে ভূমি মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়।

এদিকে কারিগরি ও মাদ্রাসার এমপিওভুক্তির তালিকা নিয়ে নানা রকম অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেলেও ওই তালিকাভুক্তির সঙ্গে জড়িত বিএনপিপন্থি একজন অতিরিক্ত সচিব এখনও বহাল তবিয়তে আছেন। এই কর্মকর্তা প্রায় দশ বছর ধরে একই মন্ত্রণালয়ে কর্মরত আছেন।

মাউশি’র একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, ‘এমপিওভুক্তির বিষয়টি মাউশি’র এখতিয়ারভুক্ত। কিন্তু মাউশিকে বাদ দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি চক্র এ কাজ করে। এতে নানা রকম অভিযোগও ওঠে, আর্থিক লেনদেনের অভিযোগও জমা হয় মন্ত্রণালয়ে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে তালিকা সংশোধনের দায়িত্ব দেয়া হলো মাউশি’র নেতৃত্বে।’

জানা গেছে, নতুন এমপিওভুক্তির জন্য গত বছরের আগস্টে আবেদন করে নয় হাজার ৬১৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এগুলোর মধ্যে দুই হাজার ৭৩০টি প্রতিষ্ঠানকে গত ২৩ অক্টোবর এমপিওভুক্তির ঘোষণা দেয়া হয়। এরমধ্যে দুই শতাধিক প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ বিবেচনায় এমপিও দেয়া হয়। তালিকা প্রকাশের পর বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা যায় বঞ্চিত ননএমপিও শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে।

নীতিমালা অনুযায়ী চার শর্ত পূরণকারী প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া হয়েছে বলে দাবি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। শর্তগুলো হলো- প্রতিষ্ঠানের বয়স বা স্বীকৃতির মেয়াদ, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পাসের হার। প্রতিটি পয়েন্টে ২৫ করে নম্বর থাকে। কাম্য শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং স্বীকৃতির বয়স পূরণ করলে শতভাগ নম্বর দেয়া হয়। সর্বনিম্ন ৭০ নম্বর পাওয়া প্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্তির জন্য বিবেচিত হয়।